COMPILED & CIRCULATED BY

DR. DIPAK SHOM

ASSISTANT PROFESSOR, DEPT.OF BENGALI, NARAJOLE RAJ COLLEGE

"এবং ইন্দ্রজিৎ"

আলোচনা-৫

মানসী চরিত্র

৪। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক অবলম্বনে মানসী চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

প্রচলিত বাংলা নাট্যধারার এক ব্যতিক্রমী সংযোজন 'এবং ইন্দ্রজিৎ'। সমালোচকদের বিচারে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' অ্যাবসার্ড নাটকের পর্যায়ভুক্ত, পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড দর্শনের আলোকে রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটকটি। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে মানবিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু, নৈতিকতার অপঘাত, ফ্যাসিস্ট শক্তির অসামাজিক পীড়ন, বিশ্বব্যাপী বৈনতান্ত্রিক সম্রাজ্যের আগ্রাসন এবং অত্যুন্নিক যন্ত্রদানবের হুঙ্কার বুদ্ধিজীবী নিশ্চিত মধ্যবিত্ত মানুষের অন্তরসত্তাকে পঙ্গু করে তুলেছিল। এইরকম এক বিনস্ট কালবেলায় অ্যাবসার্ড দর্শনের সৃষ্টি। এই অ্যাবসার্ডবাদের আলোকে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' রচিত হয়েছে বলে এখানে কোনো নিটোল কাহিনি কিংবা কোন চরিত্রের পারম্পর্যময় উপস্থিতি ঘটেনি, তাই প্লট নয়, চিত্রপটই প্রধান হয়ে উঠেছে আলোচ্য নাটকে। অবক্ষয়িত বেদনাদীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লান্তি ক্লান্তির জীবনচিত্রের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নাট্যকার চরিত্র গুলিকে নব রূপে নির্মাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গেই নাট্যকারের নিজস্ব মন্তব্য —

> "দীর্ঘদিন ধরে থিয়েটারের মূল বিষয় ছিল গল্প আর চরিত্র, কিন্তু আমি সেই ধারাকে ভেঙে দিয়ে থিয়েটারে কল্পনাপ্রসূত গল্পের জায়গায় দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা এবং চরিত্র সর্বস্বতার জায়গায় থিয়েটারের দলকে প্রধান্য দেবার চেষ্টা করেছি।"
>
> "অমৃতলোক/বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা
> অক্টোবর — ডিসেম্বর ১৯৯৫"

নাট্যকারের এই অভিমত স্মরণে রেখে চরিত্র বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, কারন এ নাটকে প্রথাবদ্ধ নাটকের চরিত্রবৃত্ত স্থান পায়নি, প্রচলিত নাটকে যেখানে প্রতিটি চরিত্রের একটি আয়তনিক পরিধি রয়েছে, সেখানে এই তৃতীয় নাটকের সকল চরিত্র যেন এই বৃত্তের বাইরে। মূলত ইন্দ্রজিৎ, মানসী এবং লেখক এই তিন চরিত্রের আয়তনিক বৃত্তটি আংশিক প্রসারিত, এক্ষেত্রে হয়ত নাট্যকার প্রাচীন লোকনাট্যের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে শারীরিক রূপে সাতজন চরিত্রের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় — অমল, বিমল, কমল, ইন্দ্রজিৎ, লেখক, মানসী, ও বাসিয়া [illegible]

ভূমিকায় অবতীর্ণ, মানসী চরিত্র অবশ্যই এ কথা সমান সত্য। আলোচ্য নাটকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র মানসী, নাট্য কাহিনিতে মানসীর বহুমাত্রিক অস্তিত্ব ও সক্রিয়। কখনও সে ইন্দ্রজিতের প্রেমিকা, আবার কখনও সে সমরের সন্দিহিতা নব বধূ, আবার কখনও বা কমলের স্ত্রী, এবং দক্ষ গৃহকর্ত্রী রূপে আবির্ভূতা, প্রতিক্ষেত্রেই মানসীর আলাদা ব্যক্তিত্ব এবং আলাদা চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। আসলে এ যেন এক মানসীর বহুরূপ নয়, সংসারের নানা মানসীর এক রূপ, মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে নারীর বহুমাত্রিক ভূমিকাকে বৈচিত্র্য এভাবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। তবে নাটকে এত মানসীর মধ্যে ইন্দ্রজিতের প্রেমিকা মানসীই সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে।

'মানসী' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে মেলে মনস+অ+ঈ, বিশেষণ হিসেবে এ নামের মানে কল্পনায় সৃষ্ট, আর বিশেষ্য হিসেবে মনের কল্পনায় গড়া নারী বা প্রিয়া, কল্পনায় সব পুরুষ-ই তো স্নেহে, প্রেমে, সেবায় এবং প্রেরণাদাত্রী এক মানসীকে আকাঙ্ক্ষা করে। ইন্দ্রজিৎ-এর কথায় ওর আসল নাম মানসী নয়, আসল নামটায় অত কাব্য নেই বলে ইন্দ্রজিৎ তার নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে মানসী রূপে গড়ে তুলেছে, মানসী চরিত্রের সত্যিকার পরিচয় নাটকে প্রকাশিত হয়নি, ইন্দ্রজিতের কথায়—

"মানসীর বোন মানসী, মানসীর বন্ধু মানসী।"

আসলে নাট্যকার সচেতনভাবেই মানসী নামের সবটুকু কোনো আইডেনটিটি বা পরিচয় দেননি, তবে ইন্দ্রজিতের প্রেমিকা রূপে মানসী নাট্য কাহিনিতে প্রাধান্য পেয়েছে। মানসী নিজেকে 'খুব সাধারন মেয়ে', 'বোকা' রূপে পরিচয় দিয়েছে, আসলে বোকা না হলেও মনগত দিক থেকে সে যথেষ্ট কোমলতার অধিকারিনী, সাধারন মেয়ে হয়েও মানসী স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, শুধু স্বপ্ন দেখা নয়, ইন্দ্রজিৎ এবং লেখককেও সে স্বপ্ন দেখাতে তৎপর। তবে ইন্দ্রজিতের মধ্যে যে অনিকেত মনোভাব স্থান পেয়েছে মানসীর মধ্যে তা কিন্তু নেই, আসলে লেখক এবং ইন্দ্রজিৎ ছাড়া এই নাটকের আর কোন চরিত্রই সময়ের জটিলতাকে উপলব্ধি করেনি, সবাই এ জটিলতার শিকার হয়েছে মাত্র, মানসীও তার ব্যতিক্রম নয়, তবে মানসী হুরোপুরি পরিস্থিতির স্রোতে ভেসে যেতে চায়নি, সে বুঝতে পেরেছে ইন্দ্রজিতের হৃদয় বেদনার স্বরূপ, ইন্দ্রজিতের এই

বিচ্ছিন্নতা ও দার্শনিক চলিষ্ণুতাকে তার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। উপলব্ধি সম্ভব না হলেও জীবনের এই স্বেদোদীর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধির প্রয়াসে মানসী চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক, তাই অমল, বিমল, কমলের মানসী অপেক্ষা ইন্দ্রজিতের মানসী বিচ্ছিন্নতায় আচ্ছন্ন। নাট্য কাহিনিতে ইন্দ্রজিতের মানসীর পরিচয় হল সে তার মামীর মেয়ে, ফলে তাদের আন্তরিকতা বিবাহ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। শুধু এই কারণেই নয়, হয়ত এর পিছনে ইন্দ্রজিতের অগভীর জীবনবোধ কাজ করেছে। সে যাই হোক, মানসী যে লেখক পাঠক প্রত্যেকেরই কল্পিত নায়িকা সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জাগেনা।

নাট্য কাহিনির আগাগোড়া মানসী চরিত্রের সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। প্রথম অঙ্কের একটি দৃশ্যেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাকে তিন তিনবার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে উপস্থিত হতে দেখা যায়। প্রথম অঙ্কে সে লেখকের কাছে জানতে চেয়েছে লেখকের লেখা নাটকটি কতখানি এগোলো। এবং সখনই লেখকের মুখ থেকে শুনেছে ——

"কাকে নিয়ে লিখব? কটা মানুষকে চিনি আমি?
ক'জনের কথা জানি?"

তখন মানসী বিস্ময়াভিভূত হয়েছে। আসলে মানসীর পক্ষে লেখকের অস্তিত্বের সঙ্কট বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। মানসীকে দ্বিতীয়বার যখন দেখি তখন সে লেখককে নাটক লেখবার ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী। এই পর্বে মানসীর জীবনবোধ যেন কিছুটা পরিপক্ক হয়েছে। আর মানসীকে তৃতীয়বার দেখা যায় ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বাক্যালাপেরত অবস্থায়। ইন্দ্রজিতের মত ব্যতিক্রমী চরিত্রকে বুঝে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তাই ইন্দ্রজিতের কিছু কথায় তাকে আহত হতে হয়েছে। কিন্তু তবু সে ইন্দ্রজিৎকে বুঝতে চেষ্টা করেছে। এখানেই চরিত্রটির স্বাতন্ত্র্য। তাই সব মিলিয়ে বলা যায়, 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর মানসী দয়া না, দেবী না, একই অবয়বে আমাদের কাঙ্ক্ষিত নারীর আইডিয়ামাত্র।